৩

লাহোর প্রস্তাব ও রাজনৈতিক অগ্রগতি (১৯৪০-৪৭)

ভূমিকা

ব্রিটিশ ভারতের শেষের দিনগুলো খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও অভিহিত) গৃহীত হওয়ার পর ভারতের রাজনীতি দ্রুত বিভক্তির পথে অগ্রসর হয়। ভারত বিভক্তির লক্ষ্য নিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ সময় তাঁর বহুল আলোচিত 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' নিয়ে হাজির হন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগের ভারতীয় মুসলমানদের বিপুল সমর্থন লাভ ভারত বিভক্তিকে প্রায় নিশ্চিত করে তোলে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবধারিত হয়ে উঠে। তবে ভারত ছেড়ে আসার পূর্বে ব্রিটিশদের নীতি ও অগ্রাধিকার ছিল একে অখন্ডিত রাখা। ভূ-রাজনীতি স্বার্থ ও কৌশলগত দিক বিবেচনায় তা তাদের কাছে কাম্য ছিল। সে লক্ষে ১৯৪৬ সালে 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা' পেশ করা হয়। সেটি ছিল ভারতকে কোনো প্রকারে ঐক্যবদ্ধ রাখার শেষে সুযোগ। কিন্তু সে উদ্যোগ সফল হয় নি। ফলে ভারত বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর তা কার্যকর করার জন্য পাস হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন। এ ইউনিটে মোট চার (৪) টি পাঠে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

- পাঠ -১ : ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব
- পাঠ -২ : জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলন
- পাঠ -৩ : মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা: কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের প্রতিক্রিয়া
- পাঠ -৪ : ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

পাঠ - ১

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন
- লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন
- লাহোর প্রস্তাবের ফলাফল ও পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় এবং মুসলীম লীগের পরাজয় পরবর্তীতে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দকে শঙ্কিত করে তোলে। কংগ্রেস আইন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা ছাড়াই এমন কি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে (যেমন, উত্তর প্রদেশ) মন্ত্রিসভা গঠন করে। ফলে কংগ্রেস শাসিত এলাকায় মুসলমান জনসাধারণের মনে ক্ষোভ ও ভীতির সঞ্চার হয়। কোথাও কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কংগ্রেস নেতা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সম্মিলিতভাবে কাজ করার মনোভাব না থাকার কারণে উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে দ্রুত অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায়, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুযোগমত মুসলমানদের স্বার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'- প্রচারে উৎসাহী হন। তিনি ভারতের মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে ঘোষণা করেন। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়।

এ চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে তৎতালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রি এ.কে.ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাব" বা "পাকিস্তান প্রস্তাব" নামে অভিহিত।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল ঃ

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।
২. এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো' (Independent States) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অংগরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।
৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।
৫. দেশের যে-কোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। আর এই তত্ত্ব অনুসারেই ভারতীয় মুসলমানদের এলিট গোষ্ঠী মুসলমানদের মধ্যে জাগ্রত করে তোলেন আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের অদম্য চেতনা। লাহোর প্রস্তাবের আলোচনায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম বা পূর্বাঞ্চলে একাধিক রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা থাকলেও, তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা কি ধরনের হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ ছিল না।

লাহোর প্রস্তাবের ফলাফল ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

লাহোর প্রস্তাব ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান এলিট প্রভাবিত মুসলমান জনসাধারণের মাঝে এক নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করে। স্বতন্ত্র আবাসভূমির আশায় তারা আশান্বিত হয়ে উঠে। ফলে, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনে পরিণত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে অস্বীকার করে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগকে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দিকনির্দেশনা এনে দেয়। অতিদ্রুত পাকিস্তান আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল এর প্রমাণ। মুসলিম লীগের পক্ষে এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তান ইস্যুর উপর রেফারেন্ডাম তুল্য।

১৯৪৬ সালে জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লেজিস্‌লেটরস কনভেনশনে মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র-পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ছিল লাহোর প্রস্তাবের রাষ্ট্র পরিকল্পনার পরিবর্তিত রূপ। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান এবং বাকি অংশ নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন।

লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হলে পূর্বাঞ্চলে যেখানে বর্তমান বাংলাদেশ সেখানে ঐ সময়ই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা ছিল, তাতো হয়ই নি, উপরন্ত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত অস্বীকৃত হয়। এ সবই ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। এ অবস্থা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের দারুণভাবে ক্ষুব্ধ করে। তাছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুই অঞ্চলকে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে একত্রিত রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। ধর্মীয় ঐক্য বাঙ্গালিদের উপর পাকিস্তানি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত শোষণ-নিপীড়ন আড়াল করতে সক্ষম হয় নি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্র-ভাষা নীতি ও বাঙালিদের ভাষা-আন্দোলনের প্রতি প্রতিক্রিয়ায় এর নগ্ন প্রকাশ ঘটে। যার কারণে, পাকিস্তানের শুরুতেই পূর্ব বাংলার জনসাধারণ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে ও পরবর্তীকালে নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

সারকথা

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগকে প্রায় উপেক্ষা করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। যেভাবে কংগ্রেসের সরকার পরিচালিত হচ্ছিল তাতে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত হিন্দু আধিপত্যের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। এমনি রাজনৈতিক পটভূমিতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৪০ সালের লাহর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মূল কথা ছিলঃ ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করা। বাংলার মূখ্যমন্ত্রি এবং তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা এ.কে ফজলুল হক ছিলেন এ প্রস্তাবের উপস্থাপক। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ও তাদের দল মুসলিম লীগ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দিকনির্দেশনা লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবে ব্যক্ত রাষ্ট্রচিন্তার পথ ধরেই তৎকালীন পাকিস্তান ও পরবর্তীতে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪০ সালে গৃহীত 'লাহোর প্রস্তাব' পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়। এবং রাষ্ট্রসমূহ স্থানে রাষ্ট্র কথাটি যুক্ত করা হয়। আর এ ভাবেই মূল লাহোর প্রস্তাবে সেখানে ভারতবর্ষের মুসলামন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে "স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের" যে কথা বলা হয়েছিল, তা বাতিল করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১. লাহোর প্রস্তাব কখন গৃহিত হয়?
   ক. ১৯৩৭ সালে
   খ. ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ
   গ. ১৯৪৬ সালে
   ঘ. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট

২. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন?
   ক. সোহরাওয়ার্দী
   খ. জিন্নাহ
   গ. এ.কে.ফজলুল হক
   ঘ. পন্ডিত নেহেরু

৩. দিল্লি 'মুসলিম লেজিস্লেটরস' কনভেনশন কখন অনুষ্ঠিত হয়?
   ক. ১৯৪০ সালে
   খ. ১৯৪২ সালে
   গ. ১৯৪৬ সালে
   ঘ. ১৯৪৭ সালের ৩ জুন

সঠিক উত্তর মালা: ১। খ, ২। গ, ৩। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাব কী?
২. লাহোর প্রস্তাবের রাষ্ট্র পরিকল্পনা কী ছিল?
৩. দিল্লি 'মুসলিম লেজিস্লেটরস' কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে কি হয়েছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি আলোচনা করুন।
২. লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো কী ছিল?

পাঠ - ২

জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলন

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি—
- দ্বিজাতি তত্ত্ব কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাকিস্তান আন্দোলনে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব

জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণে একটি জনগোষ্ঠীকে তখনই জাতি বলা যায়, যার ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মনন, কৃষ্টি, ধর্ম এমনকি অর্থনীতি একটি একক সত্তায় পরিণতি লাভ করে। তবে মুসলিম লীগ সভাপতি এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দুটি পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এটিই মূলত জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বা 'Two Nations Theory' র মূলকথা।

তিনি ধর্মীয় দিককে প্রাধান্য দিয়েই তাঁর জাতি তত্ত্ব দাঁড় করান। ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভাবধারা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন "We maintain and hold that Muslim and Hindus are two major nations by any definition or text of a nation. We are nation of a hundred million and, what is more, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, customs, history and traditions, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life." অর্থাৎ "আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, জাতি তত্ত্বের যে-কোনো সংজ্ঞা বিচারে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি প্রধান ভিন্ন জাতি। ভারতের দশ কোটি মুসলমান জনগণ যাদের রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্য, রীতিনীতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং এক ও অভিন্ন জীবন পদ্ধতি।"

পাকিস্তান আন্দোলনে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রভাব

জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাবের মূলভিত্তি। যদিও লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' কিংবা 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' কথা উল্লেখ ছিল না।

ধর্ম এক হলেই এক জাতি হয় না–বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর বড় প্রমাণ। তাই বলা চলে, জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্ব ছিল বিকৃত ও অসম্পূর্ণ এবং বিভ্রান্তকর তত্ত্ব। এটি ছিল সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্টতত্ত্ব। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিত। জাতি গঠনে যে একই ভাষাভাষী, গোষ্ঠীভুক্ত ও রক্ত-সম্বন্ধের অধিকারী হতে হয় তাও নয়। ভারত, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড, কানাডা এর উদাহরণ। জাতিসত্তা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর এক অভিন্ন ইতিবাচক সচেতনতা, একই রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বসবাসের ইচ্ছা এর প্রকাশিত রূপ।

জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত ছিল না। তা ছিল প্রধানত, অখন্ড ভারতে অনিবার্য হিন্দু এলিট গোষ্ঠী আধিপত্যের স্থলে ভারত বিভক্তি এবং আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ থেকে স্থায়ী পরিত্রাণের লক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, কৃষ্টি, ভাষা, অঞ্চল ও ঐতিহ্যে বিভক্ত ভারতীয় মুসলমানদেরকে একই পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি ভিত্তি। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকার সন্দিহান থাকে। মুসলমানরাও দীর্ঘসময় অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে। ফলে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে বা উপেক্ষিত থাকে। অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের স্থায়ী অধিপত্যের ভীতি মুসলমানদেরকে শঙ্কিত করে তোলে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠন, হিন্দু অধিপত্যের বহিঃ প্রকাশ প্রভৃতি ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচন্ডভাবে ভাবিয়ে তোলে।

এমতাবস্থায় জিন্নাহ তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করলে তা ভারতীয় মুসলমানদের চেতনামূলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়। পৃথক আবাসভূমি বা স্বাধীনতার স্বপ্ন তাদেরকে জাগিয়ে তোলে। পাকিস্তান আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান ইস্যুতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল সাফল্য অর্জন করে। নির্বাচনোত্তর ব্রিটিশ সরকার ভারতে একটি মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করে অত্যন্ত শিথিল বন্ধনীর মধ্যে ভারতকে অখন্ডিত রাখার সর্বশেষ চেষ্টা করে। কিন্তু তা সফল হয় নি। অবশেষে জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। প্রতিষ্ঠালাভ করে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র, ভারত ও পাকিস্তান।

সারকথা

‘দ্বিজাতি তত্ত্বের’ মূল কথা ছিল ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ই নয়, তারা দুটি পৃথক জাতি। অতএব, তাদের জন্য দুটি পৃথক জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। জিন্নাহ্‌র এই দ্বিজাতি তত্ত্ব ছিল পাকিস্তান প্রস্তাব বা ভারত বিভক্তির মূল ভিত্তি। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) বা পাকিস্তান প্রস্তাবের কোথাও ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ এই মর্মে উল্লেখ নেই। দ্বিজাতি তত্ত্বকে পাকিস্তান আন্দোলনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার একটি কৌশল বলে মনে করা হয়। ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১. ‘দ্বিজাতি তত্ত্বের’ প্রবক্তা কে?
   ক. ফজলুল হক   খ. জিন্নাহ্‌
   গ. নেহেরু   ঘ. মাওলানা আজাদ

২. মুসলিম লীগের কোন অধিবেশনে জিন্নাহ্‌ তার দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা দেন
   ক. ঢাকা   খ. আলীগড়
   গ. লাহোর   ঘ. লক্ষ্ণৌ

সঠিক উত্তর মালা: ১। খ, ২। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জিন্নাহ্‌র ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ কী?
২. জাতিসত্তার ধারণা কী?
৩. ‘দ্বিজাতি তত্ত্বের’ আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ সম্বন্ধে জিন্নাহর ১৯৪০ সালের ঘোষণা কী ছিল?
২. পাকিস্তান আন্দোলনে ‘দ্বিজাতি তত্ত্বের’ গুরুত্ব কতটুকু ছিল?

পাঠ - ৩

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা: কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার পটভূমি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন;
- মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রতি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার পটভূমি

১৯৪২ সালের ২৯ মার্চ ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রিস্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসের দেওয়া খড়সা প্রস্তাব (যা "ক্রীপস প্রস্তাব" নামে পরিচিত) ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, যুদ্ধোত্তর বিশ্বপরিস্থিতি, ব্রিটেনে শ্রমিক দলের নতুন সরকার গঠন, ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রত্যাশা ইত্যাদি ব্রিটিশ সরকারের ভারত নীতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবান্বিত করে। এ সময় ব্রিটেনের নতুন সরকার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন প্রভাবশালী মন্ত্রি যথা, ভারত সচিব লর্ড লরেন্স, বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস এবং নৌ-বিভাগের প্রথম লর্ড এ.ভি.আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত একটি মিশন ভারতে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৬ সালের ৫ মে থেকে এই মন্ত্রী মিশন সিমলাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আলোচনায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা গণপরিষদ গঠন ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল রাজনৈতিক বিষয় স্থান পায়। কিন্তু পরস্পর বিরোধী মনোভাবের কারণে এই আলোচনায় কোন ফলাফল পাওয়া যায় নি। যার ফলে, মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ মে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা সম্বলিত একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনাই 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা' নামে অভিহিত।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

এই পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো দুইভাবে বিভক্ত ছিল–স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। নিম্নে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

১. ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধুমাত্র দেশের প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক সম্পর্ক এই তিনটি বিষয় ন্যস্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার তার ব্যয়ভার মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষমতা রাখবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের উপর প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে।

৩. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের-কেন্দ্রীয় আইনসভা ও শাসন বিভাগ গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় কোন সম্প্রদায়ের প্রধান মৌলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ভোটদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

৪. ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হবে। যথা-

"A" গ্রুপ - মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ- (৬টি হিন্দু প্রধান প্রদেশ)

"B" গ্রুপ - পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু (উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম প্রধান ৩টি প্রদেশ)

"C" গ্রুপ - বাংলাদেশ ও আসাম (পূর্ব ভারতের মুসলিম প্রধান প্রদেশ)।

প্রতিটি গ্রুপ তাদের স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছাড়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করবে।

৫. প্রতিটি গ্রুপের আলাদা শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ থাকবে, যা হবে প্রাদেশিক পর্যায়ের।

৬. সকল গ্রুপের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হবে, যা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবে।
৭. দশ বছসর পর প্রদেশ ও আইনসভার সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংশোধন কিংবা পুনঃবিবেচনা করা যাবে- এই মর্মে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে একটি ধারা থাকবে।
৮. যে-কোন প্রদেশ সংবিধান রচিত হবার পর সংশ্লিষ্ট গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।
৯. ভারতের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল কর্তৃক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।
১০. প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর দেশীয় রাজ্যগুলোর উপর থেকে ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে এবং দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের নিমিত্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলাপ-আলোচনা করবে।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রতি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়ই গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে।

মুসলিম লীগের অবস্থান

মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থা, প্রদেশগুলোর নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ণের ক্ষমতা, স্বায়ত্তশাসন প্রদান ইত্যাদি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার সপক্ষে চিন্তা করে ১৯৪৬ সালের ৬ জুন মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সম্মত হয়। এরপর গর্ভনর জেনারেল কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবেও মুসলিম লীগ রাজি হয়।

কংগ্রেসের অবস্থান

কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে সর্বপ্রথম স্বাগত জানান। কিন্তু এ সময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বে রদবদল ঘটে। মাওলানা আজাদের স্থলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে গ্রহণে সম্মতি দেন।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব

মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেও, কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ব্রিটিশ সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পূর্ব ঘোষণা থেকে সরে এসে ১৯৪৬ সালের ২৬ জুন নিজেদের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। ২৯ জুন মন্ত্রী মিশন দেশে ফিরে যায়। মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' (Direct Action) ডাক দেয়। ইতোমধ্যে কংগ্রেস অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব মেনে নিলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ১২ আগস্ট উভয় দলকে কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু মুসলিম লীগ এ আমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মতি জানায় এবং 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' কর্মসূচিতে অনড় থাকে। ১৬ আগস্ট কলকাতায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে 'Great Calcutta Killing' নামে অভিহিত। ব্রিটিশ সরকার জওহরলাল নেহেরুকে সহ-সভাপতি করে ১৯৪৬ সালের ২৪ আগষ্ট কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসন পরিষদ গঠন করে। প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১ সেপ্টেম্বর "কালো দিবস" পালন করে। উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বারবার মুসলিম লীগকে আমন্ত্রণ জানানো হলে জিন্নাহ লীগের পক্ষে লিয়াকত আলী খানসহ ৫ জন সদস্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু পরস্পর বিরোধী অবস্থান দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলশ্রুতিতে অচিরেই মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সারকথা

ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন এ দেশে প্রেরণ করা হয়, যা মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত। অনেক আলাপ-আলোচনা শেষে ১৯৪৬ সালের ১৬ মে মিশন একটি পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এটি 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা' নামে অভিহিত। এর প্রস্তাবগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ছিল যথা, স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী। প্রথমটির অংশ হিসেবে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যদের নিয়ে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় ভাগে ভারত বিভক্তির পরিবর্তে খুবই শিথিল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঐক্যবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়। সে মতে পরিকল্পনাটি অনেক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে ভারতের প্রদেশগুলোকে "A", "B" I "C" এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। মুসলিম লীগ ও এর নেতা জিন্নাহ মন্ত্রী

মিশন পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও এর সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু এটি পুরোপুরি গ্রহণে অসম্মতি জানান। ফলে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালন উপলক্ষে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় ইতিহাসের এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যা 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে অভিহিত। এরপর উভয় দল একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করলেও তা কোন ইতিবাচক ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন

১. কখন মন্ত্রী মিশন ভারতে আসে?
   ক. ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে
   খ. ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে
   গ. ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে
   ঘ. ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে

২. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় কয়টি গ্রুপের উল্লেখ ছিল?
   ক. ২টি
   খ. ৩টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৫টি

৩. কত তারিখ মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে?
   ক. ১৯৪৬ সালের ৫ জুন
   খ. ১৯৪৬ সালের ৬ জুন
   গ. ১৯৪৬ সালের ৭ জুন
   ঘ. ১৯৪৬ সালের ৮ জুন

৪. মুসলিম লীগ কোন তারিখে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' পালন করে?
   ক. ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট
   খ. ১৯৪৬ সালের ৬ জুন
   গ. ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট
   ঘ. ১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর

সঠিক উত্তর মালা: ১। ক, ২। খ, ৩। ক, ৪। ঘ,

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা' কী?
২. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রতি মুসলিম লীগের অবস্থান কী ছিল?
৩. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের অবস্থান কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ধারাগুলো কী ছিল?
২. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কীরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়?

পাঠ - ৪

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ভারত স্বাধীনতা আইনের মূলধারা ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমি

১৯৪৬ সালের মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পরস্পর বিরোধী মনোভাব নিরসনে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশ থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া শ্রেয় বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনা "মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা" নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার আলোকেই ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রায় ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

ভারত স্বাধীনতা আইনের মূলধারা ও ফলাফল

এ আইনের মূল ধারাগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. এই আইনের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং উভয়ই ডোমিনিয়নের মর্যাদা লাভ করে।

২. এ আইনে বাংলা ও পাঞ্জাব এ দুটো প্রদেশকে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা হয়। এ ব্যাপারে সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি কমিশনের কথা বলা হয়।

৩. দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে দুটি পৃথক গণপরিষদ গঠিত হয় এবং শাসনতন্ত্র রচনার ক্ষমতা লাভ করে। গণপরিষদ স্ব-স্ব ডোমিনিয়নের শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত সার্বভৌম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদরূপে কাজ করবে বলে ঘোষিত হয়।

৪. এ আইনে ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসাবে অবস্থান করবে কিনা সে সম্পর্কে গণপরিষদকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

৫. এ আইনে ভারত সচিব পদের বিলোপ ঘটে এবং রাজকীয় মর্যাদা ও পদ থেকে 'ভারত সম্রাট' উপাধি বর্জন করা হয়।

৬. ভারত স্বাধীনতা আইনের ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা হলো দেশীয় রাজ্যগুলোর হাতে নিজ অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান। এ সব রাজ্য উক্ত আইনে স্বাধীন থাকার কিংবা পাকিস্তান বা ভারতের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার লাভ করে।

৭. ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিবকে ভারত ও পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৮. এ আইনে ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিগণকে ডোমিনিয়নদ্বয়ের অধীনে চাকরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় এবং পূর্ববৎ সুযোগ সুবিধা বহাল রাখা হয়।

৯. ডোমিনিয়নদ্বয়ের গণপরিষদ কর্তৃক স্ব স্ব ডোমিনিয়নের শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত সংশোধন ও পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলো শাসিত হবে।

   (ক) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নর তাদের সকল প্রকার কার্য পরিচালনা করবেন।

   (খ) স্ব স্ব ডোমিনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে ব্রিটিশ রাজ্য গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন।

(গ) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করবেন।

(ঘ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের সাথে ডোমিনিয়নের প্রদত্ত আইনের অসামঞ্জস্যতা হলে ডোমিনিয়নদ্বয়ের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল বা কার্যকর হবে না।

সারকথা

'ভারত স্বাধীনতা আইন' বিশ্ব মানচিত্রে দুটি নতুন রাষ্ট্রের স্থান করে দেয়। ফলে ভারতে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। অনেক সংগ্রাম, অনেক ত্যাগের ফসল এই স্বাধীনতা। যদিও মহাত্মা গান্ধী ভারত বিভক্তি রোধে শেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুসারি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের অনমনীয় মনোভাবের কারণে তিনি এক পর্যায়ে তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। ত'ছাড়া জিন্নার একগুয়েমি মনোভাবও এক বা অখন্ড ভারতের বিপক্ষে ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল এর মূল বিষয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নি। পরবর্তীতে অতি সঙ্গত কারণে পাকিস্তানের পুনরায় বিভক্তি ঘটে এবং সৃষ্টি হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১. কত তারিখে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়?
   ক. ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট
   খ. ১৯৪৭ সালের ১৭ জুলাই
   গ. ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই
   ঘ. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট

২. ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নিযুক্ত শেষ গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন?
   ক. লর্ড মাউন্টব্যাটেন
   খ. লর্ড ওয়াভেল
   গ. লর্ড প্যাথিক লরেন্স
   ঘ. লর্ড এ.ডি. আলেকজান্ডার

সঠিক উত্তর মালা: ১। গ, ২। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমি সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?
২. ভারত স্বাধীনতা আইনে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কী বিধান করা হয়?
৩. ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারত স্বাধীনতা আইনের ধারাগুলো আলোচনা করুন।